ANGLO – SIRAJ CONFLICT

সুদীর্ঘকালের ক্ষমতা ভোগের ইতিহাসের ফলে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন নিয়ম অনুসারী, বিলাসী এবং শীঘ্রই এক অযোগ্য; এই ধারণার পাশাপাশি এটা যে তার পেশাদারিত্ব ছাড়াও ছিল "Siraj-ud-daulah was not only cruel and ruthless but also stooped to sensuous pleasures which made universally hated by his nobles and subjects alike." কিন্তু ইতিহাস সিরাজ দৌলার যে নিজের বুদ্ধি ও বোধের কোনো দোষ ছিল না, তিনি শুধু অসৎ উদ্দেশ্য ও ষড়যন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ছিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা সেকালের নৈতিক দুর্বলতা দিয়ে তিনি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সেকালের নীতিবোধ অনুসারে তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের অধিকার ছিল না, তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের পিছনে ষড়যন্ত্রীদের হাত ছিল, এবং তাই যে সব কিছু সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল, এমনটা নয়। তবুও যদি সিরাজ তাঁর অনুগত কর্মচারীদের উপর আস্থা রাখতেন, ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে সন্ধির শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন, দুর্গ বৃদ্ধি, আশ্রয় গ্রহণ ও নিরাপত্তার জন্য ফরাসিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না হতেন, তাহলে ইতিহাস অন্য রকম হতো। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দি খাঁ নয়ের মৃত্যু হলে এক ষড়যন্ত্রের উদ্ভব, অপরিণামদর্শী ঘোড়দৌড় যুদ্ধে পরিণত হয় এবং বহুলাংশে সিংহাসনের উপর তার অধিকার স্থাপনের অন্তরায় সমস্যাগুলি জটিল হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিকরা এমন মতামত দিয়েছেন যে ঐ ইতিহাসের কোনোটি সামগ্রিক ভুল তা নয়, কিন্তু সেগুলি আংশিক প্রদান করেছে। এমনকি সার্বিক সিদ্ধান্তগুলি, S.C. Hill ইংরেজদের সামগ্রিক সিরাজের ভূমিকা বর্ণনা উল্লেখ করে দিয়ে বলেছেন এই সংগ্রাম হল দুই নবাবের অহংবোধ ও দাম্ভিকতার, অন্যদিকে পাশ্চাত্য লেখক কোনো ইংরেজদের সামগ্রিক সিরাজের সংঘর্ষের কোনো কথাটাই তার মিথ্যা অহংবোধ ছিলনা, সিরাজ সিংহাসন

[illegible] বিরুদ্ধে ছাড়া, প্রকৃত পক্ষে ইংরেজরা [illegible]
এই সুযোগে সিরাজের প্রতিপত্তি নিশ্চিহ্ন করতে [illegible]
তাই তারা সিরাজের সিংহাসন আরোহণের পর নতুন নবাব
হিসাবে ~~[illegible]~~ সিরাজের ঘোরতর বিরোধিতা
শুরু করে। সিরাজের ঘোরতর শত্রুতা ছিল অতিশয় স্পষ্ট, কারণ নবাবের
অভিষিক্ত হওয়ার পর সুযোগই ইংরেজরা অনুকূল পথ
ও গ্রহণ করেনি, বিভিন্ন উপায়ে সিরাজকে সন্দেহ
করে এসেছে।

[illegible] পর সিরাজ ইংরেজ ইতিহাস
প্রসিদ্ধ কলিকাতা দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করার জন্য [illegible]
-দেশ দুর্গ নির্মাণের জন্য [illegible] নির্দেশ দেন। দুর্গ
নির্মাণের অজুহাতে ইংরেজরা পুনরায় প্রকাশ্য হয়। [illegible]
নবাবের অনুমতি ছাড়াই ইংরেজরা [illegible] দুর্গ
নির্মাণের জন্য [illegible] নিয়োজিত করেন,
ইতিমধ্যে কিছুদূর অগ্রসর হলে নবাবের লোকেরা এসে
কাজ বন্ধ করেন, ফলে ইংরেজরা [illegible] করে
আবেদনের জন্য [illegible] মুক্ত করে দেন, কিন্তু পরিশেষে
ইংরেজরা [illegible] ও তাদের [illegible] নবাবের দূত
নারায়ণ সিংহের [illegible] ও শাসনের কথা বলতে গেলে
পরিশেষে [illegible] লাভ করে। অবশেষে
আপোষ হওয়ায় সিরাজ ফিরে, 1756 খ্রী. 24 মে মুর্শিদাবাদ
মুর্শিদাবাদ ও নিজস্বী [illegible] করলেন। ইংরেজ দূত [illegible]
[illegible] ইংরেজদের সাথে কথায় [illegible] অসন্তুষ্ট হয়, [illegible]
[illegible] করার [illegible] দূত [illegible] করেন পর [illegible]
[illegible] পরিবেশনের জন্য [illegible] কলকাতা আক্রমণ করেন
[illegible] 20 জুন [illegible] ইতিহাসে [illegible] নামে
[illegible] হয়।

সিরাজের সাথে ইংরেজদের অসন্তোষের
কারণ ছিল [illegible]। 1757 খ্রী. [illegible]
[illegible] ইংরেজ [illegible]
[illegible] আরোহণ [illegible]
[illegible] নবাব [illegible]
[illegible] নবাব [illegible]
[illegible] ও [illegible]
[illegible] ও [illegible]

সন্দিহান হওয়া পূর্ব থেকেই ইংরেজ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করেননি, তাঁর চরিত্রে প্রকাশ যে, Gradually Siraj began to suspect English designs against his succession. আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে সিরাজ আশঙ্কা করেছিলেন যে, ইংরেজরা দুই বছরের মধ্যে পর পর দুবারই ঢাকায় মিরজাফর বিরুদ্ধে সহায়তা দান প্রতিশ্রুতি দেয়, কুশলীর সরকারের ইংরেজ কালিম্য তাঁর ভাবনায় ক্রমশ আলীবর্দীর সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করে যেই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি ইংরেজ কর্তৃক নবাব পদের দাবি করা হলে যে, ভারতবর্ষের বাকীগুলো ইংরেজরা যেখানেই অনুপ্রবেশ করেছে, তখন 1756, 16 June মিরজাফর যখন কলকাতার গভর্নর ড্রেকের কাছে প্রেরিত পত্রে এই মত প্রকাশ করে যে, সিরাজ কি জানেন বাংলার সিংহাসন যাকে বর্ষিত হবে, পলাশীর ময়দানে সিরাজ-উদ-দৌলা লক্ষ্যে স্পষ্ট প্রকাশ যে সেদিন একা মিরজাফর সিংহাসন থাকে ইংরেজ করায়ত্ত ইংরেজদের সহায়তা কামনা করে বিশ্বাস করে; তাঁর উত্তরে সহায়তাদানে ইংরেজরা সক্ষম ছিল, "

ইংরেজদের দুই মনস্তাত্ত্বিক আচরণের সাথে সিরাজ ইংরেজদের কিছু বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল, প্রথমত কলকাতায় তাদের দেওয়াল নির্মাণের সিরাজ নবাবের নিষেধ অমান্য করে কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণ তাঁর পুত্র দৌহিত্র পরিবার ও পালিত ও প্রিয় ঘনিষ্ঠ সহ (আনু: 53 জন) ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, মিরজাফর আলি খাঁর (1756, 10 April) যেদিন পর সিরাজ কলকাতা দখল করে এই খবর পত্র প্রেরণ করেন যে তারা যেন অভিযুক্ত কৃষ্ণদাসকে তাঁর হাতে তুলে দেন, ইংরেজরা মিরজাফর এই প্রস্তাব প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব প্রদর্শন না করে কৃষ্ণদাসকে সিরাজের নিকট প্রেরণ করে, নবাব কৃষ্ণদাসকে শাস্তিদান করার জন্য ঢাকাই হেরিয়ামের কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলে ইংরেজরা এই নবাবের নির্দেশই প্রত্যাখ্যান করেনি এবং দূতকে অপমান দিয়ে দূতেরও অপমান করে

সুযোগ পেতে থাকে, কিন্তু কোন কারণেই তাই হয়নি। ঘটনা-
সূত্রে কলিকাতা ইংরেজ অধিকৃত নয়, সেই দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে
বিবেচনা করেন যে তিনি সুবাদার হতে সক্ষম যে তিনি
৪০ লাখ প্রজাবর্গের সুখ-বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন
এবং ইংরেজ নিপীড়ন, বিদেশীদের কর্তৃত্বের হাত থেকে
নিজের দেশ ও জাতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে
অস্ত্র ধারণ করেন। বিদেশীদের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করার
জন্য বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তিনি
অনুপ্রাণিত করেন, বিশ্বাসঘাতক বেশীর ভাগ ও যেমন
আক্রমণ করেন বিদেশীদের কর্তৃত্বের সুরক্ষা আর
এর যে একজন স্বাধীনতা উদ্দেশ্যই মূল কারণ ছিল
তাদের দাবী অধিকারে ছিল, সমকালীন সুবাদারের
দাবী যে নিজের সেই দাবী উত্থাপন করে
ছিলেন এবং তাদেরই অধিকারে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এর
দাবী ছিল সেই সময়ে যখন আর্থিক দুরবস্থা
সাধারণত এত বেশি ছিল যে বাংলাকে অপেক্ষাকৃত
সম্পর্কে ইংরেজদের নিজস্ব যে অধিকার ছিল তাদের
এর ছিল যথার্থ, কিন্তু যাহা হোক তাদের
এর হওয়ার ইংরেজদের অধিকারী হওয়ার এবং নিজেদের
আধিপত্য এবং নিজেদের প্রভাব বজায় রাখার জন্য
ষড়যন্ত্র নিজে এগিয়ে এসেছিল অত্যন্ত।

S.C. Hill নিজের বিখ্যাত ৪৯ পৃ:
আলোচনা করেছিলেন যে — The Nawab wanted to drive the English out of Bengal. এটা
ছিল এই প্রশ্ন অত্যন্ত এবং তাদের এর নিজস্ব
অধীনে সাহেব C.A. Bell তিনি পুরো বিষয়টা
প্রতিধ্বনি করে বলেন যে, : The Bengali Nawab should
the English out of Bengal, আর ওনাদের
লেখা থেকে পরে নিজের পরিবর্তে এর কারণগুলি
ইংরেজদের বাংলায় প্রভাব বাণিজ্য চালাতে হবে বলে
আর তাদেরই দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করতে হবে এবং
দুর্গগুলির সমস্ত অস্ত্র নিজের কাছে চালাতে যে
নিজেরাই অনুসরণ করতে হবে, অন্যথায় আমি বাংলার
সমস্ত প্রদেশ জুড়ে উদ্দেশ্য করে বাংলার মূল স্রোত,

[illegible] বই প্রচার, [illegible] ষড়যন্ত্রের ফল, যা ভারতে [illegible] হয়েছিল তা হল সিরাজের পতন। [illegible] আলোচনা-সমালোচনা করতে ইংরেজরা বিভিন্ন কারণ উত্থাপন করেছেন তবে সিরাজের [illegible] প্রতিপক্ষ [illegible] ষড়যন্ত্রকারী ষড়যন্ত্রকারীই বিজয়ী হয়, অবশেষে 1757, 23 April, পলাশী প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধে সিরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করে ইংরেজরা জয়লাভ করে। এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে, যেমন বিভিন্ন ঐতিহাসিক বলেছেন — The main force behind his conspiracy was not Mir Jafar but his kinsman the Jagat Seth. ইংরেজদের সহায়ক শক্তি ছিল ইয়ার লতিফের, যিনি পলাশীর প্রান্তরে অনুকূল ছিল বীরমর্দনের প্রতি তাই তার প্রপ্রপৌত্র খুনাতিলিন ইরানিয়ান ইরানের শাহ ছিল, বাংলার বুকে সংঘটিত হওয়া সিরাজের [illegible] ও অপরাধমূলক কাজ দিয়ে পরে খুনাতিলিন তার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেছিল এবং অনেকটা অপরাধী হয়ে উঠেছিল। (Hence the Renotilin of 1757) এটাই বিশ্লেষণ

[illegible] — পলাশীযুদ্ধ [illegible] খুনাতিলিন।

[illegible] দেশী ও ইংরেজ

No-3 Oriental learning, ইনি ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে বিরোধের

No-4, Domination Effects, [illegible] পলাশী

No-5, Naren-Hestings. যুদ্ধের [illegible] কি ছিল?

~~উপসংহার~~ —

Conclusion :- Siraj's Company [illegible] Siraj [illegible] [illegible] - S.C Hill [illegible] Siraj [illegible] [illegible] [illegible]